‘মা’-‘বোন’ নিয়ে একটুখানি ভাবনা

সুপ্রভা জুঁই

ও মা, অনেক তোমার খেয়েছি গো, অনেক নিয়েছি মা—
তবু জানি নে-যে কী বা তোমায় দিয়েছি মা!
আমার জনম গেল বৃথা কাজে,
আমি কাটানু দিন ঘরের মাঝে—
তুমি বৃথা আমায় শক্তি দিলে শক্তিদাতা॥

এই গানের লাইনগুলি আমার সাথে যায়, কারণ আমি নিজের ফাঁকিটা দেখতে পাই। আসলেই কী করছি বা বুঝছি আর কীসেই বা আমল করছি! কারণ, সমস্যাগুলি কিছুটা হলেও তো আন্দাজ করতে পারি। পেরেও চুপটি মেরে থাকি। অথচ যারা চুপ করে থাকেন তাদের সমালোচনা করতেও ছাড়ি না।

এই দোনামনা কাটিয়ে এবারে কাজের কথায় আসি। এই গানটিসহ যত দেশাত্মবোধক গান রয়েছে, সব গানেই দেশকে ‘মা’ হিসেবে দেখবার একটা প্রবণতা আছে। আর এই চিন্তা দর্শনই আমার কাছে অন্যতম সামাজিক সমস্যা বলে ঠাহর হচ্ছে। জানি এই কথা বলামাত্রই অনেক পাঠক বন্ধুর ভ্রূ কুঁচকে যাবে। আপনাদের মতোই আমিও আমার মাকে ভীষণ ভালোবাসি। কিন্তু দেশকে কোন নিয়তে ‘মা’ হিসেবে দেখলে সেটা একজন নারী হিসেবে আমার ওপর এবং গোটা জাতির ওপর কোনো সুদূরপ্রসারী বিরূপ প্রভাব ফেলবে না সে ব্যাপারে ঠিক নিশ্চিত নই। তা ছাড়া, আমি কোনো গবেষণা প্রবন্ধ লিখতে বসি নি। কিন্তু একটা আলাপের শুরু নিশ্চয় করতে চাচ্ছি।

আমার দ্বন্দ্বটি হলো, পুরুষতান্ত্রিক এই সমাজব্যবস্থায় দেশকে ‘মা’ হিসেবে দেখাটা কোনো সমস্যা তৈরি করছে কি না। আর সেটা বুঝতে চেয়েই আমার এই রচনা।

মাগো ভাবনা কেন
আমরা তোমার শান্তিপ্রিয় শান্ত ছেলে;
তবু শত্রু এলে অস্ত্র হাতে ধরতে জানি
তোমার ভয় নেই মা—
আমরা প্রতিবাদ করতে জানি॥

এটি আরো একটি ভীষণ জনপ্রিয় দেশাত্মবোধক গান। গান তো অসাধারণ, কিন্তু আমার দৃষ্টিকোণে, দেশ যদি মায়ের সমান হয় তাহলে মাকে পাহারা দেওয়ার একটা আভাস এই গানে আছে তা অস্বীকার করা যায় না। হতেই পারে মায়ের প্রতি আমাদের যে অনুভূতি, সেটাকে প্রাধান্য দিয়ে এরকম কথা বলা

হচ্ছে। তাহলে সমস্যা আরো গভীরে। কারণ, সেক্ষেত্রে সামাজিক দৃষ্টিকোণে মাকে আমরা এভাবেই দেখতে অভ্যস্ত। অর্থাৎ, মা জাতিকে পাহারা দেওয়াটা পুরুষতান্ত্রিকতায় সমাজসিদ্ধ এবং সেই নিরাপত্তা নিশ্চিত হয় পুরোটাই তার শরীর-সংক্রান্ত সামাজিক ইজ্জতের ওপর ভিত্তি করে। শুনতে খুব কটু লাগলেও এটাই এখনো পর্যন্ত যৌক্তিক মনে হচ্ছে। 'মা জাতি হয়ে এমন পোশাক', 'মা জাতি হয়ে এমন কথা', 'মা জাতি হয়ে এমন আচরণ'— এই জাতীয় কথা সচরাচর শুনতেই হয়। আমার বক্তব্যের সাথে অমত পোষণ করলে আমি কেবল একটি প্রশ্নই করব, আর তা হলো, কেন বাবার ইজ্জত প্রাধান্য পাচ্ছে না এবং তা পাহারা দেওয়া নিয়ে কেন কারো কোনো মাথাব্যথা নেই! শুধু 'নারী' 'নারী' বলে কেন গলা ফাটানো হয়! বাবারা, অর্থাৎ পুরুষেরা কী করে নিজেদের স্বার্থ ভুলে যাচ্ছেন! আসলে ভুলছেন না, কারণ পুরুষতন্ত্রে এটিই যে চরম স্বার্থ! সহজ কথায় বাবা, মা, বোন, পুত্র-কন্যা, বন্ধু সকলের ইজ্জত নিহিত ওই মা-বোনের 'ইজ্জত'-এর ওপর! সুতরাং মূল সুবিধাভোগী কারা তা বুঝতে আর বাকি রইল না।

এই পাহারা দেওয়ার কথা বলতেই আরো একটি গানের কথা মনে এল :

লাখো লাখো শহীদ কেনো রক্ত দিলো,
এই কি তাদের স্বপ্ন ছিলো।
জবাব তোমায় দিতেই হবে মাগো
একাত্তরের মা জননী, কোথায় তোমার মুক্তিসেনার দল...

আপনি যাকে মহামূল্যবান বলে পাহারা দেবেন, খুব স্বাভাবিক যে তাকে যেভাবে আপনি দেখতে চান তার একটু অন্যথা হলেই তাকে দোষী সাব্যস্ত করবেন এবং বাক্যবাণে জর্জরিত করে ভীতু বানিয়ে হলেও তার 'সুরক্ষা নিশ্চিত' করবেন। যারা পাহারা দিচ্ছেন তাদের একটি নির্দিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি আছে। তার বাইরে গেলেই মা জাতি দুম করে 'স্লাট', 'হোর', 'নারী জাতির কলঙ্ক'— এরকম নানা বিশেষণে বিশেষায়িত হয় খুব সহজেই। আরেকটি জনপ্রিয় কথা প্রচলিত আছে এরকমই— 'সংসার সুখের হয় রমণীর গুণে'। তাই অবশ্যই সংসারে কোনো সমস্যা হলে তার দোষ নারীর ওপরে বর্তাবে। এই ছোট ছোট ফাঁকফোকর দিয়ে পুরুষেরা পুরুষতন্ত্রের ফায়দা লুটে যাবেন। এই সমাজে থেকে যেকোনো মেয়েকে পুরুষতান্ত্রিক দৃষ্টিকোণে সমালোচনা করা খুবই সোজা। আমি সেটিকেই ইঙ্গিত করছি। আর একই সাথে এ কথাও বোঝাতে চেষ্টা করছি যে, আমরা যারা এই বন্ধনের বাইরে বের হতে চাচ্ছি কোনো না কোনোভাবে সেই আচরণকেই প্রভাবিত করে যাচ্ছি। মনের কষ্ট বোঝাতে যেমন বলছি— 'ওদের ঘরে কি মা-বোন নেই!' তেমনি অপমানের জ্বালা মেটাতে পালটা আঘাত করছি ওই একই জায়গায়!

ঠিক যেমন কোনো আন্তর্জাতিক খেলার সময় কোনো দল জিতে গেলে অনায়াসে সামাজিক মাধ্যমে বন্ধুরা লিখে বসেন, 'আজ অমুক দেশ তমুক দেশকে রেপ করছে'। রেপ করার সময় কি দেশকে 'মা' হিসেবে ভাবতে পারেন? তখন দেশ 'বাবা' হয়ে যায় কি? রেপ কি খুব মজার ব্যাপার? মা-বাবা এই মধুর শব্দের পাশে 'রেপ' শব্দটি নিতে কষ্ট হচ্ছে? তাহলে মূল কথাটা বলি— আপনি যখন জিতে গেলেন, অন্য কথায় ক্ষমতা পেলেন তখনই কি পুরুষে পরিণত হলেন না? শুধু বাংলাদেশেই নয়, ভারতেও দেখা গেছে খেলোয়াড়েরা যেদিন খারাপ খেলেন, সেদিন তাদের স্ত্রী বা প্রেমিকাদের নিয়ে

পর্যন্ত বাজে মন্তব্য উঠে আসে। আপনাদের মাসল আছে গর্বিত ভাইরা আমার, দেখান সেজন্য! আপনার বোনকে উদ্ধার করতে দেখান, অন্যের বোনকে পেতেও সেই একই মাসল দেখান!

পহেলা বৈশাখ ২০১৫... গুগলে কেবল পহেলা বৈশাখ লিখলেই নানা নাম চলে আসে সেদিনের অপ্রীতিকর ঘটনাটি নিয়ে। এইদিনের ভিডিও দেখলে এখনো আমার গা শিউরে ওঠে আর আমি নিজেকে একদম নিরাপদ বোধ করি না। এ নিয়ে আমি কিছু বলব না। আমি বলব না প্রশাসনের কী করণীয় ছিল এবং তা করতে তারা ব্যর্থ হয়েছেন কি না এসব কিছুও বলব না। আমি কেবল এই জঘন্য ঘটনার প্রতিবাদের ভাষাতেও যে গোপনে পুরুষতন্ত্র কাজ করে যাচ্ছে সেটাই সাজিয়ে বলতে চেষ্টা করব। আমার মনে হয় বিষয়টা যে আমরা জেনেবুঝে করছি এমন নয়, কিন্তু শতকের পর শতক ধরে পুরুষতান্ত্রিক সমাজে থাকার দরুন সেগুলোর বীজ রক্তে প্রবাহিত হতে দিয়েছি অচেতনভাবে। কেমন করে? গত পহেলা বৈশাখে টিএসসিতে ঘটে যাওয়া ঘটনাটির প্রতিবাদে অনেকেই সামাজিক গণমাধ্যমে লিখেছেন, 'যারা এমন করেছে তাদের মা-বোনদের সাথেও এমন করা উচিত' এবং আরো নানা অস্বস্তিকর, অরুচিকর অমানবিক শব্দ! আরো অনেকে সাম্প্রতিককালে নারীদের পোশাকের ধরন নিয়ে প্রশ্ন করে লিখছেন, 'উচিত শিক্ষা হইছে'। ফলে, আবারো শরীরকে ইজ্জত ভেবে রক্ষা করার কথা উঠছে যাকে, তাকেই দোষী সাব্যস্ত করার চক্রান্তটা এখানেও বহাল রইল। পত্র-পত্রিকায় এই নির্দিষ্ট হৃদয়বিদারক ঘটনার প্রচারের বেলায়ও শব্দচয়নের ক্ষেত্রে দেখা গেছে চরম উদাসীনতা এবং প্রয়োজনহীন ছবির ব্যবহার।

নারীর যৌন নির্যাতনের প্রতিবাদে আয়োজিত কনসার্ট দেখে বুকে ছ্যাঁত করে ওঠে— আরো একটি জায়গা করে দেওয়া হচ্ছে যেন নির্যাতনকারীদের জন্য! তাই বলে কি প্রতিবাদ হবে না! কিন্তু আমার ভয় হয়, খুব ভয় হয়! সেরকম একটা নির্ভয়ের জায়গা এখনো তৈরি হয়েছে কি? সামাজিক গণমাধ্যমে এই অনুষ্ঠান প্রচারের ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষের জিজ্ঞাসা ছিল কোন ব্যান্ড সেখানে পারফর্ম করতে আসছে তা নিয়ে। সুতরাং অনেকেরই আসলে এই মর্মান্তিক ঘটনা নিয়ে কোনো মাথাব্যথা নেই!

সবচেয়ে দুঃখ লেগেছিল যখন দেখি সেদিন নারীদের উদ্ধারের চেষ্টা করেছিলেন যে সকল বিবেকবান মানুষ, তাদেরই একজন দুঃখ প্রকাশ করে বলছিলেন, 'সেই মেয়েটি সুইসাইড করলেও আমি অবাক হব না'। তিনি দুঃখ করে বললেও এইরকমই আমাদের চিন্তা কাঠামো। অথচ দুঃখ করেও আমাদের এই চিন্তা আসার কথা না, আসা ঠিক না, আসাটাই বরং অমানবিক হওয়ার কথা! কমলা ভাসিন একবার এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, 'কুদরত নারী-পুরুষকে সব সমান সমান দিয়েছেন। ফারাক কেবল এই যে নারীর যোনি আছে বাচ্চা জন্মদানের জন্য এবং তাকে খাওয়ানোর জন্য দুইটা স্তন। এ ছাড়া আর কোনো তফাত নেই। ফলে আমার ইজ্জত আমি যোনিতে লুকিয়ে রাখি নি। তাই আমি যদি ধর্ষিত হই আমার ইজ্জত বহাল তবিয়তে থাকবে বরং ইজ্জত যদি কারো যেয়ে থাকে তো সেটা সেই ধর্ষকের'। খুবই মূল্যবান কথা। তাহলে স্ত্রীলিঙ্গ, পুংলিঙ্গ-এর পর আমরা তৈরি করছি 'সামাজিক লিঙ্গ'। এই লিঙ্গকে আমরা নারী-পুরুষ উভয়েই ধারণ করে চলেছি এবং পেলে পুষে দিন দিন যত্নের সাথে বড়ো করছি। কোনো নারীকে 'মা' বা 'বোন'-এর বাইরে ভাবতে গেলেই তার সাথে ফ্যান্টাসি যুক্ত হয়। এখানেই স্পষ্ট যে নারীদের সম্পত্তি বানাতে এই শব্দ এবং সম্পর্কের ভূমিকা আসলে কোথায়।

প্রতিবাদের সময় চূড়ান্ত আশাহত হয়েছি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদের শিক্ষার্থীদের প্রতিবাদের নমুনা দেখে। তারা শাড়ি-চুড়ি নিয়ে নীলক্ষেত থানা ঘেরাও করেছিল। উদ্দেশ্য সাফ কিন্তু

শাড়ি চুড়ি নিয়ে! আসলেই!! সাধারণ বুদ্ধি বলেও একটা জিনিস থাকে। কোনো নারী পুলিশ স্বাচ্ছন্দ্যে সেই শাড়ি চুড়ি নিয়ে নিলে কী করতেন তারা! আমার নানি যখন কাড়া করে ভাত খাওয়াতেন তখন তার হাতের চুড়ির টুং টাং আওয়াজ আমাকে মন্ত্রমুগ্ধের মতন আবিষ্ট করে রাখত। আমার আজো তাকে জাদুকর মনে হয়! আর লাল-সবুজ কাচের চুড়ি কোন বাংলাদেশি নারীর অপ্রিয়! তাহলে শাড়ি চুড়ি পরেন বলেই তাদের কমজোর ভেবে নেওয়াটা সমাজসিদ্ধ? না হলে কেনই বা সেসব ক্ষমতাধরদের পরতে বলে লজ্জা দিয়ে করছি প্রতিবাদ! আমি সত্যি একেবারে ঘেঁটে গেছি এখানে।

প্রতিবাদের সময়েই একটি নির্দিষ্ট রাজনৈতিক দলের নারীকর্মীর ওপরে কয়েকজন পুলিশের পৈশাচিক হামলার দৃশ্য আমরা দেখতে পাই। সেটি নিয়েও সমালোচনার ঝড় ওঠে। আমি নিজেও সেই নারীর সাহস দেখে মাথা নত করি। সেই দলের পক্ষ থেকেই ক'দিন বাদে একটা অনলাইন প্রচারের জন্য ছবি আসে সেই নারীর এবং এর ওপরে কিছু সুন্দর কথা, কিন্তু সেখানেও তাকে 'বোন' সম্বোধন করা হয়েছে! সে রীতিমতো নিয়োজিত কর্মী হয়েও 'বোন' হয়ে রইল! 'কমরেড' কিংবা 'সহযোদ্ধা' কিংবা নিতান্ত 'বন্ধু'ও নয়!

সে সময় প্রতিবাদস্বরূপ ঘরে বসে বানানো ভিডিওর রীতিমতো হিড়িক পড়ে গিয়েছিল। সেই ভিডিও কোনো নারী বানিয়ে থাকলে সে সবের নিচে অযথাই বাজে মন্তব্য এসেছে। আর এটাও এখন সমাজসিদ্ধ। এ নিয়ে প্রশ্ন তুললে বাক স্বাধীনতার প্রশ্ন জুড়ে যায়, অন্য কোথাও বললে বেশি বলা মানা হয়! ভিডিওতে তারা যা বলেছেন তার সব যে নেওয়া সম্ভব তাও নয়। কিন্তু আঘাত পেলে বিদ্রোহী মন আগে জেগে ওঠে। তাই সেগুলোকে আমি সহমর্মিতার সাথে নিচ্ছি। আমি অন্য একটি ভিডিওর কথা বলব। বিখ্যাত একটি ব্যান্ডের কয়েকজন সদস্য একটি গান বেঁধেছিলেন। অসাধারণ তাদের লেখনী কিন্তু শেষে এসে সবটা গুলিয়ে ফেললেন। স্পষ্ট বাংলায় জানিয়ে দিলেন, 'লিঙ্গ ও চোখ বেঁধে রাখুন'। আমি এই চিন্তার সাথে একেবারেই একমত নই। বেঁধে রাখলেই সে ছেড়ে যেতে চাইবে এবং ছাড়াতেই তার মুক্তি। আমি লিঙ্গ এবং চোখ কোনোটাই বেঁধে রাখার পক্ষপাতী নই এবং এর মানে এই নয় যে সকলে যৌন নির্যাতনের হিড়িকে মেতে থাকবে, পাল্লা দিবে! এটি একেবারে নিজস্ব বুদ্ধি, চিন্তা, দর্শন— এ সবকিছু মিলিয়ে তার চোখ জাগ্রত হবে এবং সেই সাথে তার লিঙ্গও। আর এই জাগ্রত হওয়ার ক্ষেত্রে প্রধান ভূমিকা প্রশাসনের না বরং সমাজে বসবাসরত সাধারণ মানুষের। অবশ্যই প্রশাসনের প্রভাব অনস্বীকার্য।

সবচেয়ে আশাজাগানিয়া প্রতিবাদ ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজু ভাস্কর্যের সামনেই 'আরেক বৈশাখ, এবার উৎসবে হোক প্রতিবাদ' শীর্ষক অনুষ্ঠানটি। এখানে নারীরা ইচ্ছেমতন সেজে, গালে প্রতিবাদ লিখে, গান গেয়ে, নাটক করে প্রতিবাদ করেছেন এবং ওই একই জায়গায় এরকম একটি অবস্থার সৃষ্টি করে জানিয়ে দিয়েছেন আমরা নারীরা আদায় করে নিতে পারব। তোমাদের করুণার কোনো প্রয়োজন নেই। হ্যাঁ, আমরা নির্যাতনের শিকার হয়েছি কিন্তু জবাব দেবার আর লড়াই করার শক্তি আমাদের ফুরিয়ে যায় নি! এতে নারী-পুরুষ বন্ধুদের মধ্যে একতা হয়েছে আরো দৃঢ়।

শারীরিকভাবে বেশির ভাগ পুরুষ নারীর চেয়ে ক্ষমতাধর, আর সেটিই তাদের হাতিয়ার হয়ে গেল। যেই পুরুষ নারীর কাছে ক্ষমতাধর সেই পুরুষই আবার অন্য পুরুষের কাছে কম ক্ষমতাধর। এই ছোট্ট পরিসরে প্রতিষ্ঠিত তত্ত্বটি এক সময় বিশালাকার ধারণ করে এবং তখন ছোট দেশ, বড়ো দেশ, কম ক্ষমতাধর দেশ, বেশি ক্ষমতাধর দেশ এই প্রক্রিয়াকে টিকিয়ে রাখে।

কার্টুন আঁকিয়ে মেহেদি এরকম অনেক কার্টুন এঁকেছেন প্রতিবাদস্বরূপ। তার মধ্যে একটি ছিল পুলিশ প্রতিবাদী বন্ধুদের আঘাত করছে এবং তাদের সবার মাথায় পুরুষতন্ত্রের চিহ্ন। এর চেয়ে ভালো আর একটিও ছবি আমি পাই না, যা আমাকে অনেক কিছু বুঝিয়ে দেয়! তাই আমরা যে বিপ্লবের স্বপ্ন দেখি তা কিন্তু একদম নিজের ঘর থেকেই শুরু। কাজেই পুরুষতন্ত্রে থেকে তার বিরুদ্ধে কাজ করতে হলে অবশ্যই সচেতন হতে হবে একটি পদক্ষেপ নেওয়ার আগে যেন উলটো আরো পিছিয়ে না পড়ি। সব সময় সার্থক হবে এমন নয় কিন্তু প্রচেষ্টা এবং নিয়ত ঠিক থাকা উচিত।

সুপ্রভা জুঁই শিক্ষার্থী, স্থাপত্যবিদ্যা, এশিয়া প্যাসিফিক বিশ্ববিদ্যালয়। jui031289@gmail.com